জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ৫০ নয়া পয়সা। ২্ দুই টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ২্ টাকা ২৫ নয়া পয়সা

নগদ মূল্য ছয় নয়া পয়সা

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর : মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

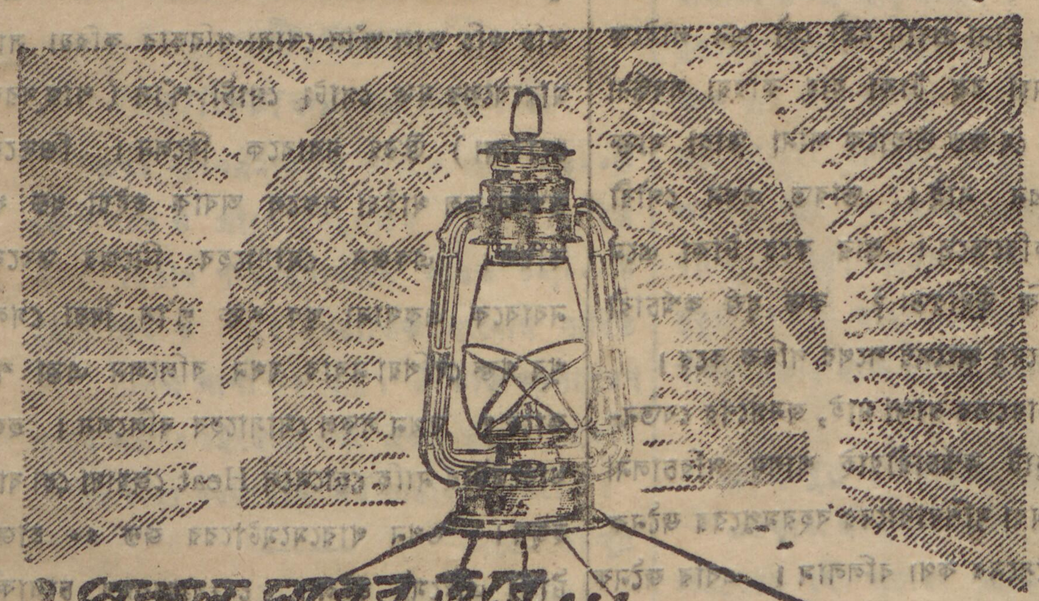

৪৭শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—২৫শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার ১৩৬৭ ইংরাজী 8th June, 1960 { ৪র্থ সংখ্যা

মনোমত

সুন্দর, সস্তা আর মজবুত
জিনিষ যদি চান তা হ'লে

আরতির

"রাণী রাসমণি"

শাড়ী ও ধুতি কিনুন।

কাপড়কে সব দিক থেকে আপনাদের পছন্দমত করার সকল যত্ন সত্ত্বেও যদি কোন ত্রুটি থাকে, তাহ'লে দয়া ক'রে জানাবেন, বাধিত হ'ব এবং ত্রুটি সংশোধন করবো।

আরতি কটন মিলস্ লিঃ

দাশনগর, হাওড়া।

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৫শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার সন ১৩৬৭ সাল।

"লাগে টাকা, দিবে গৌরী সেন"

—•—

এই প্রবাদ বাক্যটি বাংলাদেশে বহু প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত আছে। সেকালে দেনার দায়ে যাহারা কারারুদ্ধ হইত, তাহাদের মুক্তির কোন নির্দ্দিষ্ট সময় ছিল না। যতদিন না ঋণ পরিশোধ হইত, ততদিন তাহাদিগকে জেলে আবদ্ধ থাকিতে হইত। আবার অনেকের জেলেই জীবনলীলার অবসান হইয়া যাইত। বহরমপুরের গৌরী সেন (গৌরীকান্ত সেন) এই সকল হতভাগ্যের ভরসাস্থল ছিলেন। তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলেই, তিনি অনেককে ঋণদায় হইতে মুক্ত করিয়া দিতেন। ইহা হইতেই এই প্রবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। কলিকাতা আহিরীটোলায় এখনও বৃহৎ অট্টালিকা আছে।

কেহ ধনী মুরুব্বির সাহায্য পাইবার আশায় যথেচ্ছ অর্থ ব্যয় করিলে তৎসম্বন্ধে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়। আমাদের ভারত তের বৎসর হইতে স্বাধীন নাম পাইয়া এমন অপব্যয় করা আরম্ভ করিয়াছে যে ইংরাজ সরকার দেশকে স্বাধীনতা দিয়া বহু নগদ টাকা দিয়া গিয়াছিলেন সে সমস্ত উড়াইয়া দিয়া এখন এদেশ ওদেশ ঘুরিয়া ধার করিয়া টাকা আনিয়া অমিতব্যয়িতা বাড়াইয়াই চলিয়াছেন। যাঁহাকে ভারতের অনেকে জাতির জনক বলিয়া দেবতা জ্ঞানে ভক্তি করিত, দেশের ভাগ্যদোষে তিনিই ভারতের অহিতাকাঙ্ক্ষী দেশকে এক টাকা নয়, দু'টাকা নয়, ৫৫ কোটী টাকা দিতে বাধ্য করিয়াছেন। পরিশেষে দেশের এক উগ্র দেশাত্মবোধী ব্যক্তির হস্তে নিহত হইলেন।

আজ ভারত বিদেশী রাজ্যের নিকট দেনদার। ভারতের শাসনকার্য্য যাঁহারা চালাইতেছেন কোন কর্ম্মচারী বা হোমরা চোমড়া ব্যক্তি বৃথা টাকা ব্যয় করিলে দেশের অডিট বিভাগ যদি তাহা দেখিয়া দোষারোপ করে, কর্ত্ত ব্যক্তিদের প্রিয়জন হইলে সেই অপব্যয়কারী ব্যক্তির কোন শাস্তি দূরে থাক প্রধান মন্ত্রী সে বিষয়ে তদন্ত করিতেও রাজী হন না।

শ্রীচিন্তামন দেশমুখ প্রধান মন্ত্রীকে বলেন উচ্চপদস্থ অনেক দুর্ব্বৃত্ত টাকা আত্মসাৎ করিয়াছে তাহাদের সমস্ত আমি নিজে সাক্ষ্য প্রমাণ দিয়া প্রমাণ করিব। একটা ট্রাইবুনাল গঠন করিয়া তাহাদের ধরিবার ব্যবস্থা করুন। প্রধান মন্ত্রী তাহাতে রাজি হন নাই। প্রধান মন্ত্রীর খামখেয়ালীতে দেশের কত হাজার বর্গ মাইল পরহস্তে গিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। চীনারা বহুদিন হইতে ভারতের কত অংশ দখল করিয়া লইয়াছে তাহা তিনি দেশের কাছে গোপন করিয়া রাখিয়াছেন। চীনা প্রধান মন্ত্রী চৌ এন লাইকে দিল্লীতে আনিয়া বহু টাকা ব্যয় করিয়া সম্বর্দ্ধনা করিলেন অথচ যে জন্য তাঁহাকে আনা তাহা ব্যক্ত করিতে পারেন নাই। ভারত এখন গৌরী সেনের কাজ করিতেছে। ধার করে টাকা এনে অপব্যয় করা কি উদারতা? কর্ত ধূর্ত্ত কর্ম্মচারী অন্নদাতা মুনিবদের ধ্বংসের পথের পথিক করে।

গণতন্ত্র ভারতের রাজা নাই, জনগণের বেতনভোগী বড় ছোট কর্ম্মচারীরাই শাসন পরিচালনা করেন। আমরা মুর্শিদাবাদের বহরমপুরের জনৈক বদান্য গৌরী সেনের কথা বলিলাম। এবার জনৈক উদার সরল প্রাণ, বিলাসী নবাবের কথা বলিব। তিনি ধূর্ত্ত চূড়ামণি পার্শ্বচরদের হস্তে কি প্রকার বেকুব বনিয়া অর্থ ব্যয় করিতে বাধ্য হইতেন শুনুন—

নিজে কিছু জানেন না অথচ খুব বুদ্ধি রাখেন এমন অহংকারও যথেষ্ট আছে, তাহার দশা কি হয় শুনুন। বহুদিনের কথা—আমাদের দেশের নবাব সাহেবের দৌলতখানায় লক্ষ্ণৌএর নবাব আসিবেন। খবর পাইয়া নবাব মোসাহেবদের ডাকিয়া যাহাতে তিনি অতিথি নবাবকে চমৎকৃত করিতে পারেন তাহার আয়োজন করিতে বলিলেন। লাখ দশ লাখ ব্যয় হউক ক্ষতি নাই। অতিথিকে তাক লাগান চাই। মোসাহেবেরা টাকাকড়ি সব ভাগ করিয়া দুই নবাবকে বেকুব বনাইবার ফন্দী বাহির করিবার পন্থা আবিষ্কার করিলেন।

লক্ষ্ণৌএর নবাব বহু প্রকার আচার মোরব্বা আনিয়াছেন। নাচ গান চলিতেছে—লক্ষ্ণৌ এর তরফ হইতে উচ্ছের মোরব্বা, বাঁশের মোরব্বা প্রভৃতি অসম্ভব অসম্ভব দ্রব্য পরিবেশন হইল। উভয় নবাব খাইয়া গান শুনিতে লাগিলেন। যখন লক্ষ্ণৌ এর দ্রব্যাদি পরিবেশন হইতেছে তখন আমাদের নবাব বাহাদুর ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন মুর্শিদাবাদ কা তরফসে কুছ আয়া নেহি? একজন মোসাহেব করজোড়ে বলিলেন—উস্‌কা চিজ শেষ হোনে সে এক চিজ হুজুরকা তরফসে দিয়া জায়েগা। লক্ষ্ণৌ এর শেষ হইল নানা রকম অখাদ্যকে খাদ্যে পরিণত করিয়া দেওয়া হইল। মুর্শিদাবাদের তরফের মোসাহেবেরা বৈশাখ মাসে কাঁচ কচি তাল শাঁস খোসা পরিষ্কার করিয়া সাদা মারবেলের মত গোটা গোটা শাঁস (পাথ্‌থরকী মোরব্বা) উভয় নবাবকে দিলেন। ভিতরের সুস্বাদু জল খাইয়া সকলে অবাক হইয়া ধন্য ধন্য করিল। একজন মোসাহেব নিজের তরফের নবাবকে একখানা খুব শক্ত শাঁস দিয়া গেল। খুব শক্ত দেখিয়া নবাব যখন বলিলেন এত্তা শক্ত কাহে? তখন সকল মোসাহেব বলিলেন। হুজুর থারমেটার নাহি হোনেসে Heat জেয়াদা হো যাতা হুজুর। তখন থারমেমেটারের জন্য ৫০ হাজার টাকা এষ্টিমেট হইল। মোসাহেবগণ চালাকীর উপর চালাকী করিয়া অর্থ শোষণ করে। গৌরী সেন কত দিবে!

অকালে সাবধানতা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারভাঙ্গা ভবনে যে ষ্ট্রংরুম আছে সেখান হইতে প্রশ্নপত্র ইত্যাদি খোয়া যাইতেছিল। সম্প্রতি এই কক্ষের সম্মুখে কড়া পাহারা বসিয়াছে। চোর পলাইলে সত্যই বুদ্ধি বাড়ে।

ভ্রম সংশোধন

পশ্চিম বঙ্গের ষ্টেট কাউন্সিল ফর ইঞ্জিনিয়ারিং এণ্ড টেকনিক্যাল এডুকেশন কর্তৃক ১৯৫৯ সালের ডিসেম্বর মাসে গৃহীত ইঞ্জিনিয়ারিং এ লাইসেন্সিয়েট পরীক্ষা এবং ড্রাফ্‌টসম্যানশীপ পরীক্ষার যে ফলাফল ইতিপূর্ব্বে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে উহাতে এইরূপ পড়িতে হইবে। এল, ই, ই : দ্বিতীয় বিভাগ—রোল নং ২৭ এর পরিবর্তে রোল নং ২৯। পাস রোল নং ২৯ এর পরিবর্তে রোল নং ২৭। (বেসরকারী নোট)

স্বল্প মূল্যের রেডিও নির্ম্মাণ

দেশের বড় বড় রেডিও উৎপাদকদের এক বৈঠকে মাঝারী ও সর্টওয়েভ ষ্টেশনগুলির অনুষ্ঠানাদি গ্রহণযোগ্য ১২৫ টাকা মূল্যের রেডিও উৎপাদনের এক পরিকল্পনা গৃহীত হয়। শিল্প মন্ত্রী শ্রীমানুভাই শাহ ঐ বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। —প্রেঃ ইঃ ব্যুঃ

পল্লী অঞ্চলে বৈদ্যুতিকীকরণের অগ্রগতি

প্রথম পরিকল্পনাকালে ভারতে প্রায় ৭,৪০০টি ছোট শহর ও গ্রামে বৈদ্যুতিক সংযোগ সাধিত হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে আরও ১০,০০০টি ছোট শহর ও গ্রামে বৈদ্যুতিক সংযোগ সাধিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। ঐ কাজ আশানুরূপ ভাবে অগ্রসর হইতেছে এবং এজন্য ভারত সরকার বিভিন্ন রাজ্য সরকারকে অর্থ সাহায্য দিতেছেন। —প্রেঃ ইঃ ব্যুঃ

তৃতীয় শ্রেণীর ঘুমাইবার বগি

শীঘ্রই ছয়খানি দূরগামী ট্রেণে নূতন ধরণের তৃতীয় শ্রেণীর ঘুমাইবার বগি চালু করা হইবে। পাঁচশত মাইলের অধিক দূরগামী যাত্রী সারচার্জ না দিয়া ঐ বগিতে ভ্রমণ করিতে পারিবেন। আগামী বৎসরের ছয় মাসের মধ্যে এদেশের পাঁচশত মাইলের অধিক দূরগামী সকল ট্রেণে অন্ততঃ একটি করিয়া নূতন ধরণের তৃতীয় শ্রেণী ঘুমাইবার বগি চালু করা হইবে বলিয়া রেলওয়ে মন্ত্রী সম্প্রতি ঘোষণা করিয়াছেন। —প্রেঃ ইঃ ব্যুঃ

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সেসন

পুনরায় জানুয়ারী মাস হইতে আরম্ভ

পশ্চিম বঙ্গের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির সেসন পুনরায় জানুয়ারী হইতে শুরু হইবে এবং ডিসেম্বর মাসে শেষ হইবে। শুক্রবার মধ্যশিক্ষা পর্ষদের এক বিশেষ সভায় উক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ইহাও স্থির হয় যে, ১৯৬১ সাল হইতেই উহা কার্য্যকরী হইবে। বর্তমানে এই সেসন এপ্রিল হইতে শুরু হইতেছে। এখনই যদি জানুয়ারী হইতে সেসন শুরু করা হয়, তাহা হইলে ছাত্রছাত্রীদের তিন মাস সময় নষ্ট হইবে। তাই ঠিক করা হইয়াছে যে, আগামী বৎসরের সেসনটি ফেব্রুয়ারী মাসের মাঝামাঝি হইতে শুরু করা হইবে।

আধ খাওয়া আমে বিপত্তি

বিগত ১৩ই জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার নিমতিতার সন্নিকটস্থ জগতাই গ্রামের জনৈকা গোয়ালিনী এক আম বাগানে একটী আধ খাওয়া ও একটী গোটা আম কুড়াইয়া পায়। বাড়ী আসিয়া সে আধ খাওয়া অংশ বাদ দিয়া দুই ভাগ করিয়া এক ভাগ ছেলের জন্য রাখিয়া বাকীটা খাইয়া ফেলে। খাওয়ার অল্পক্ষণ পরে সে অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করিতে থাকে। ঘণ্টা খানেক পরেই পেট ফাঁপিয়া তাহার মৃত্যু হয়। তাহার ছেলে ঐ আম খায় নাই বলিয়া মৃত্যুর হাত হইতে অব্যাহতি পাইয়াছে।

জঙ্গিপুর স্পোর্টস এসোসিয়েসন

এতদ্দ্বারা মহকুমার ক্রীড়া সংস্থাগুলিকে জানান যাইতেছে যে যাঁহারা এখনও চলতি বৎসরে নিজেদের টিমের এফিলিয়েসন লন নাই তাঁহারা যথা সত্বর টিম এর এফিলিয়েসন লইবেন। ফুটবল লীগ ও নক আউট খেলার জন্য ১৫ই জুনের পর নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট অনুসন্ধান করিবেন। যাঁহারা এই বৎসর "J. S. S A." এর সভ্য হইতে চান তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া ৩০শে জুনের মধ্যে বাৎসরিক চাঁদা ২৲ দুই টাকা নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট পাঠাইবেন।

দেবীরতন নাথ
সাধারণ সম্পাদক, J. S. S. A.

রাস্তায় নোংরা জল

জঙ্গিপুর দাতব্য চিকিৎসালয়ের উত্তর দিকের রাস্তার কতকাংশ নর্দ্দমার নোংরা জলে প্লাবিত হইতেছে। ঐ রাস্তা দিয়া সর্ব্বদাই বহু লোক চলাচল করেন। উক্ত পল্লীর নরনারী ঐ পথে গঙ্গাস্নানে যান, তাঁহাদের শুচিতা রক্ষা হইবে কিরূপে? ঐ নোংরা জল হাসপাতালের পুকুরেও পড়ে। এ বিষয়ে মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

কলিকাতায় কলেরা

প্রতি বৎসরের মত এবারও কলিকাতায় কলেরার আক্রমণ শুরু হইয়াছে। মৃত্যুর সংখ্যা কম নয়। বস্তীর জলাভাব, পঁচাশী বৎসরের জীর্ণ জলের পাইপ, আর কাটা ফলের বিক্রয়—এই তিনটি বজায় রাখিতে গেলে কলেরার এই বাৎসরিক মাশুল আমাদের দিতেই হইবে।

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত
নিলামের দিন ১০ই জুন ১৯৬০

১৯৫৯ সালের ডিক্রীজারী

১৪৭ খাঃ ডিঃ পঙ্কজকুমার মুখোপাধ্যায় দিঃ দেঃ তপেশ কুনাই দিঃ দাবি ২৭ টাকা ৯৮ নঃ পঃ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে কুলরী ৯১ শতকের কাত ৪।২ আঃ ১৫৲ খং ২২৮ কোর্টের মূল্য ১০০৲

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত
নিলামের দিন ১০ই জুন ১৯৬০

১৯৫৯ সালের ডিক্রীজারী

৪৯ মনি ডিঃ মঃ মোজাহার আলী দেঃ ধুমা হামদা দাবি ৯৪ টাকা ৮ নঃ পঃ থানা সাগরদীঘি মৌজে চণ্ডীগ্রাম রঘুনাথপুর ৪৮ শতকের কাত ১।৶০ আঃ ৪০৲ খং ৭৫২ ২নং লাট মৌজাদি ঐ ৪৫ শতকের কাত ১৶০ আঃ ৪০৲ খং ৭৫৪ ৩নং লাট মৌজাদি ঐ ৫৫ শতকের কাত ১।৶০ আঃ ৪৫৲ খং ৭৫৫ ৪নং লাট মৌজাদি ঐ ৯৪ শতকের কাত ১৷৷০ আঃ ৯০৲ খং ৭৫৬

বিশ্বস্ততার প্রতীক

গত আশী বছর ধরে জবাকুসুম কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে সি, কে, সেনের নাম সবাই জানেন তাই খাঁটী আমলা তেল কিনতে হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা তেল কেশবর্দ্ধক ও স্নায়ু স্নিগ্ধকর।

সি, কে, সেনের

আমলা

কেশ তৈল

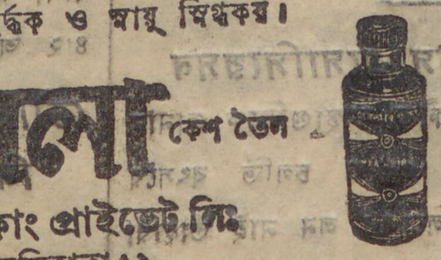

সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ

জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

KA-18

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিন্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট কলিকাতা-৬

টেলিগ্রাম : "আর্ট ইউনিয়ন" টেলিফোন : বড়বাজার ৫১৯

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের

যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং বিজ্ঞান শিক্ষার যন্ত্রপাতি ইত্যাদি

ও

ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটী, ব্যাঙ্কের

যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

* * *

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত 'ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১৷৹ টাকা ও মাশুলাদি ১৶৹ এক টাকা তিন আনা।

সোল এজেন্ট :—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা

ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

শ্রীঅরুণ

কমার্শিয়াল আর্টিষ্ট ও ফটোগ্রাফার

পোঃ রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

ফটো তোলা, ফটো ওয়াশ, প্রিণ্ট ও এন্‌লার্জ করা, সিনেমা স্লাইড তৈরী প্রভৃতি যাবতীয় কাজ এবং নানাপ্রকার ছবি ও সূচীকার্য্য সুন্দররূপে বাঁধান হয়।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।